প্রথম আলো

তারিখ ... 28 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

চার বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে চলছে

শরিফুজ্জামান ও মোশতাক আহমেদ ●

জাহাঙ্গীরনগর ছাড়া ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা অনির্বাচিত। রয়েছে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, ছাত্র সংসদ নির্বাচনও নেই

দেশের চারটি স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মতো মহাজোট সরকারের আমলেও নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে। গত প্রায় সাড়ে চার বছরে এই চারটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটিতে অনির্বাচিত শিক্ষকেরাই উপাচার্য পদে দায়িত্ব পালন করছেন।

এই দীর্ঘ সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাকসু, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জাকসু এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকসু নির্বাচন করতে পারেননি দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া উপাচার্যরা। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আবাসিক হলগুলো দখল এবং ছাত্রলীগের মধ্যে দলীয় কোন্দল সৃষ্টিতে উপাচার্যদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে বিরোধী ছাত্রসংগঠন কোণঠাসা হওয়ায় সংঘাত ও সহিংসতা হয়েছে মূলত সরকারি ছাত্রসংগঠনের মধ্যে। তবে এসব নৈরাজ্যের মধ্যেও সেশনজটের তীব্রতা অনেকটা কমেছে।

অনির্বাচিত উপাচার্যরাই মেয়াদ পার করলেন: ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তিরাই বিধি এসব বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন। প্রায় তিন বছরের মাথায় শুধু জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সিনেট সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন, যদিও সেখানে সরকার-সমর্থক শিক্ষকদের একটি অংশ তাঁকে অপসারণের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

২০০৯ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রথম দফায় চার বছর পার করে দ্বিতীয় দফায় উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। এ সময়ে তিনি সিনেট নির্বাচনের উদ্যোগ নেননি। সরকার-সমর্থক বলে পরিচিত নীল দলের শিক্ষকদের বিরোধের কারণে তিনি নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে চাইছেন না বলে শিক্ষকদের মধ্যে কানাঘুষা রয়েছে। এমনকি সিনেটে রেজিস্টার্ড প্রতিনিধি নির্বাচন, শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনসহ অভ্যন্তরীণ নির্বাচনগুলো হচ্ছে না দলীয় বিরোধের কারণে।

আরেফিন সিদ্দিকের সঙ্গে বিরোধ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদত্যাগ করেন। সম্প্রতি তাঁদের একজন হারুন-উর-রশিদকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অপরজন মিজানুর রহমানকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়েছে। তাঁদের সরিয়ে দেওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিলেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি আনোয়ার হোসেন। তাঁকে দেওয়া হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ।

উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন না দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অহিদুজ্জামান রিট আবেদন করেন। ওই রিটের শুনানি এখনো হয়নি।

জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হলে তা সবাইকে জানিয়ে করা হবে। এ প্রসঙ্গে সাদা দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক সদরুল আমিন বলেন, নিজেদের ওপর আস্থা নেই বলেই হয়তো উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন হয় না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এখানে সাদা দলের চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হবে এবং যিনি নির্বাচিত হবেন, তিনিই নীল দলের সদস্য।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৪

চার বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে চলছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বর্তমান সরকারের সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য মারা গেছেন। তিনিও ছিলেন অনির্বাচিত। বর্তমান উপাচার্য মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম প্রায় দুই বছর ধরে অনির্বাচিত অবস্থায় দায়িত্ব পালন করছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম আবদুস সোবহান অনির্বাচিত অবস্থায় চার বছরের মেয়াদ পার করে চলে গেছেন। নতুন উপাচার্য মো. মিজানউদ্দিন মাস তিনেক আগে দায়িত্ব নিলেও নির্বাচিত হওয়ার কোনো উদ্যোগ তিনি নেননি।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি

২০-২২ বছর ধরে দেশের চারটি বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। গত চার বছরেও কোনো উপাচার্য সেই উদ্যোগ নেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের দাবি আদালতে গড়িয়েছে। শিক্ষার্থীরা এ দাবিতে তালা লাগিয়েছেন কয়েক দফা।

একই অবস্থা জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের। এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ঝুঁকি নিতে চায় না।

নিয়োগ অনিয়মে শীর্ষে রাজশাহী

চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অস্থায়ী ও বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত নিয়োগ দিয়ে সবচেয়ে সমালোচিত হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে জোট আমলে রাতারাতি ৫৪৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অস্থায়ী নিয়োগ দেন ওই সময়ের উপাচার্য ফায়েজুল ইসলাম ফারুকী ও সহ-উপাচার্য শাহাদত হোসেন মণ্ডলের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন। এই নিয়োগ অনিয়মের জের ধরে সমালোচনা ও আন্দোলনের মুখে দুজনকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

বর্তমান সরকারের গত সাড়ে চার বছরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০ শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়ে প্রায় সাড়ে ৩০০ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আর এসব নিয়োগের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নিয়মকানুনের তোয়াক্কা করা হয়নি।

আইন বিভাগে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ না করা এক প্রার্থীকেও আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়। পরে ফল প্রকাশের পর তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ রকম প্রায় সব বিভাগেই অনিয়ম হয়েছে। বিদায়ী উপাচার্য এম আবদুস সোবহান মেয়াদের শেষ বেলাতেও তৃতীয় শ্রেণীর ১৪৫টি পদের বিপরীতে ১৮৪ জনকে নিয়োগ দিয়ে গেছেন।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে ... চৌধুরী *প্রথম আলো* ... বিজ্ঞাপিত ... নেওয়া ... প্রশ...

নির্বাচন সামনে রেখে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের কয়েক দিন আগে নিয়োগ দেওয়া হয় ৮৭ শিক্ষককে। পরের বছর শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ২৩টি বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া হয় আরও ৩২ শিক্ষককে।

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত চার বছরে বিভিন্ন বিভাগে ২২৫ জন শিক্ষক এবং ২৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এসব নিয়োগের সময় বেশ কিছু ক্ষেত্রে আত্মীয়করণ, এলাকাপ্রীতি ও দলীয় বিবেচনাকে প্রাধান্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবির জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন। এরপর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একাংশের আন্দোলনের মুখে তিনি গত বছরের ১৭ মে পদত্যাগ করেন। দুটি ইনস্টিটিউট ও ৩৪টি বিভাগে প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় তাঁর সময়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরিফ উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, দলীয় প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অধিকাংশ সময়ে বিতর্কিতভাবে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্নদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগ অনিয়মে বিভক্ত সরকার-সমর্থক শিক্ষকেরা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে আনোয়ারুল আজিম ২০১১ সালের ১৫ জুন নিয়োগ পান। দায়িত্ব গ্রহণের দুই বছরের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও সিন্ডিকেট-নির্ভর প্রশাসন পরিচালনার জন্য বিতর্কিত হয়ে পড়েছেন তিনি। নিয়োগ অনিয়মকে কেন্দ্র করে বর্তমানে দুই ভাগে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী-সমর্থক শিক্ষকেরা।

বর্তমান উপাচার্যের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ পেয়েছেন ১৭৮ জন শিক্ষক। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জনই অতিরিক্ত। শিক্ষক পদের বাইরে কর্মকর্তা ও কর্মচারী মিলিয়ে বর্তমান সিন্ডিকেট সদস্যদের চাহিদামতো অন্তত ৩৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এই সময়ে পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে শর্ত শিথিলের ঘটনাও ঘটেছে। ৩ দশমিক ৮ পয়েন্ট পাওয়া প্রার্থীকে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে অনিয়মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের একটি ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। আবেদন না করেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে দুজন প্রভাষক নিয়োগ দেওয়া হয়।

নিজ সন্তানকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে রাতারাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজকে ইনস্টিটিউটে রূপান্তর করেন উপাচার্য। শুধু ছেলে নয়, তাঁর এই আমলে নিয়োগ পেয়েছেন শ্যালিকা ও পুত্রবধূ।

শিক্ষক নিয়োগের আগে ভোটের হিসাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত তিন বছরে বিভিন্ন বিভাগে প্রায় ৩০০ শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু শিক্ষক দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ পেয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সৈয়দ রেজাউর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, মোট কতজন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন, এর সঠিক হিসাব তৈরি নেই। তবে এ সংখ্যা ৩০০-এর কাছাকাছি হতে পারে।

বর্তমান প্রশাসনের সময় শিক্ষক নিয়োগে দলীয়করণের প্রথম অভিযোগ আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে। ওই অনুষদের সাতটি বিভাগে নিয়োগপ্রাপ্ত ১৭ প্রভাষকের ১৫ জনই তুলনামূলক কম যোগ্য এবং ছাত্রলীগের সাবেক নেতা-সমর্থক বলে পরিচিত। এর পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে দলীয় বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াতের সমর্থক বলে পরিচিত সাদা দলের আহ্বায়ক সদরুল আমিন বলেন, 'শিক্ষক নয়, যেন ভোটার নিয়োগ করা হয়েছে। প্রতিটি নিয়োগের ক্ষেত্রেই দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।'

... আজাদ চৌ... ...কে বলেন, যতজনের ... দেওয়া হবে, ততজনকেই ...রি কথা। বিভাগের জরুরি ...জন এবং অধিক যোগ্য প্রার্থী ...ওয়া গেলে বিজ্ঞাপিত পদের চেয়ে বড়জোর একজন বেশি নেওয়া যায়, সেটাও যথাযথ অনুমতি ছাড়া হলে তা বেআইনি।

অভ্যন্তরীণ নির্বাচন সামনে রেখে নিয়োগ

গত চার বছরের অধিকাংশ সময়েই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন

তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) নাসরিন আহমাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, মেধার ভিত্তিতেই প্রতিটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম হয় মূলত উপাচার্যের কারণে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করি, তখন আমাদের ধারণা ছিল নিয়োগে মেধাই হবে আসল যোগ্যতা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বাস্তবে তা হয়নি।'

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যেহেতু এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীন। সে ক্ষেত্রে তাদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি কোনোভাবেই কাম্য নয়।'